যুগান্তর

তারিখ 04 SEP 2015
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি

ছাত্র-শিক্ষক-নির্বিশেষে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবি) শিক্ষক লাঞ্ছনার বিষয়টি গত কয়েকদিন ধরে টক অফ দ্য কান্ট্রি। বিশ্ববিদ্যালয়টির ভিসির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগ কর্মীদের আক্রমণ সারা দেশে নিন্দিত হয়েছে। সবারই এক কথা, সেখানকার পরিস্থিতি যা-ই হোক, ছাত্ররা কোনো অবস্থাতেই শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করতে পারে না। শাবির সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে শিক্ষকরা একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছেন। তারা বলছেন, অবস্থা যা তাতে বর্তমান ভিসিকে স্বপদে বহাল রাখা যায় না। শিক্ষকদের এই অবস্থানের বিপরীত অবস্থান নিয়েছে সেখানকার ছাত্রলীগ। গত রোববার উভয়পক্ষই উদ্ধত আচরণ করেছে। আন্দোলনরত শিক্ষকরা ভিসিকে ও ছাত্রলীগের কর্মীরা শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করেছে।

ছাত্রলীগ কর্মীদের উদ্ধত আচরণ শুধু শাবিতে নয়, অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও হরহামেশাই দেখা যায়। তাদের বাড়াবাড়ি উপলব্ধি করে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বলেছেন, ছাত্রলীগকে আগাছামুক্ত করতে হবে। এই আগাছা কীভাবে নির্মূল করা যাবে? সংগঠনটির বেপরোয়াপনা এতটা বিস্তার লাভ করেছে যে, তাকে বাগে আনা খুব কঠিন কাজ। তারপরও আমরা বলব, প্রধানমন্ত্রীর চাওয়া অনুযায়ী যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসন এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কঠোর অবস্থান নেয়, তাহলে পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। আমরা যা দেখে থাকি তা হল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা যখন বড় ধরনের সহিংসতা ঘটায়, তখন বড়জোর দায়ীদের সংগঠন এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশাসন সাময়িকভাবে বহিষ্কার করে। তাদের দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় আনা হয় না। পরবর্তী সময়ে আরও দেখা যায়, বহিষ্কৃতরা সংগঠনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে অথবা অন্য কোনো অঙ্গ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এভাবে যে পরিস্থিতির উন্নতি হবে না, তা বলাই বাহুল্য। এবারও শাবি থেকে যাদের সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে, তাদের একজন রীতিমতো পরীক্ষা দিয়েছে। আমাদের প্রশ্ন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাসের ক্ষেত্রে কি দেশের আইন প্রয়োগযোগ্য নয়? নাকি এসব ক্যাম্পাস আমাদের ভূখণ্ডের বাইরের কোনো এলাকা?

শিক্ষকদের নিয়েও কথা আছে। শাবির ভিসির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত শিক্ষকদের অভিযোগের সত্যতা নিয়ে মন্তব্য না করে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, তারা ক্যাম্পাসে যেভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছেন, তা শিক্ষকসুলভ মানসিকতা নয়। শিক্ষকরা দলাদলি করেন, এর চেয়ে খারাপ খবর আর কী হতে পারে? আমরা মনে করি, শাবির ঘটনার জন্য শুধু ছাত্ররা নয়, শিক্ষকদেরও যদি কোনো অন্যায়-অপরাধ থেকে থাকে, তাহলে তাদেরও আনতে হবে জবাবদিহিতার আওতায়। শাবির পরিস্থিতি এত জটিল হয়ে পড়ছে যে, তা মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীরও এগিয়ে আসা উচিত।